দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 DEC 2002

ডিগ্রি পরীক্ষা আসন্ন

নকল

কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করতে হবে

২০০২ ইংরেজীর ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা খুবই নিকটবর্তী। তাই নকলমুক্তভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য সরকারকে পরিকল্পিতভাবে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিগত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যেভাবে নকলবিরোধী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, এবারের ডিগ্রি পরীক্ষায় বরং আরো কঠোর পদক্ষেপ নেয়া দরকার। কিন্তু তা না করে নকল প্রবণতা নির্মূল হয়ে গেছে ভেবে যদি শিথিলতা প্রদর্শন করা হয় তাহলে মারাত্মক ভুল হবে।

নকলের বিরুদ্ধে সরকারকে যেমন কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে, তেমনি পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেরই উচিত হবে জাতি রক্ষার স্বার্থে আন্তরিকতার সাথে নকল প্রতিরোধে এবং সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণে আত্মনিয়োগ করা। যেসব শিক্ষক নকলের সাথে জড়িত হন তারা প্রকৃতপক্ষে ছাত্রছাত্রীদের শুভাকাঙ্ক্ষী নন, বরং তারা তাদের হীনস্বার্থে ছাত্রছাত্রীদের নকলের দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের জীবন ধ্বংস করে দেন। আর প্রকৃতপক্ষে তারাতো শিক্ষক ননই, বরং শিক্ষক নামের কলংক।

অনুরূপভাবে যেসব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী নকল প্রবণতার পক্ষে কাজ করেন, তারাও ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের বন্ধু নন, বরং তারা হলেন মতলববাজ ও সমাজের শত্রু। তারা নকলের পক্ষে কাজ করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে স্বীয় হীনস্বার্থ উদ্ধার করতে চান। তাই সচেতন মহলের উচিত নকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করা এবং নকলে সহায়তাকারীদের ঘৃণা করা।

অপরদিকে সরকারেরও উচিত যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের সুযোগ প্রদান করা হয় সেসব কেন্দ্র প্রধানদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পরীক্ষা চলাকালীন কোন কোন কেন্দ্রে এমনও দেখা যায় যে, কেন্দ্র প্রধান পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে চাঁদা গ্রহণ করে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়োজিত প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তাকে হাদিয়া দিয়ে উন্নতমানের আপ্যায়নের মাধ্যমে বশীভূত করে ফেলেন। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার টেবিলে বসেই দায়িত্ব পালন করে চলে যান। নকল প্রতিরোধে ঐ প্রকৃতির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করাও অত্যাবশ্যকীয়।

সহজে নকল প্রতিরোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া যায়

※ ভিজিলেন্স টিমের সদস্যসহ পরীক্ষা কক্ষে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নকলকারীর অজান্তে রোল, রেজিঃ নং নিয়ে গোপনীয়ভাবে সরাসরি বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোর্ট করার ক্ষমতা প্রদান করা।

※ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেয়া।

※ নকল প্রতিরোধকারী পরিদর্শকদের নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করা।

※ নকল প্রতিরোধকারী পরিদর্শককে পুরস্কৃত করা এবং দায়িত্ব অবহেলাকারী পরিদর্শককে শাস্তি প্রদান করা।

※ নকল চলমান কেন্দ্র প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

※ পাসের হারে গুরুত্ব না দিয়ে নকল নির্মূলের ঘোষণা দেয়া।

※ নকল সরবরাহকারীকে ধরে কঠোর শাস্তি প্রদান করা।

※ যেসব নকলকারী পরিদর্শকদের সাথে খারাপ আচরণ করে তাদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো এবং ডিটেনশন প্রদান করা।

আবদুল করিম
প্রভাষক, দর্শন বিভাগ
জামালগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ
সুনামগঞ্জ.